রক্ষিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ পরাক্কৃতাস্তর্মনসঃ দূরীকৃতান্তর্মুখচিত্তবৃত্তয়ো বহির্মুখা ইত্যেবং ব্যাখ্যানমত্রানুসন্ধেয়ম্। অত্র সাধারণাসদ্বৃত্তিত্বং ন গৃহ্যতে। সর্ব্বস্য তৎকৃপায়াঃ প্রাক্ তথাভূতত্বাৎ জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদিত্যাদিকমবিষয়ং স্যাৎ ইতি। তস্মাদনপরাধাসদ্বৃত্তৌ তেষাং কৃপা প্রবর্ত্তত এব। কথঞ্চিদবধানাভাবেন তদপ্রবৃত্তাবপি সঙ্গমাত্রেণৈব তেষাং সম্মতিঃ স্যাৎ। যত্র তু সাপরাধেঽপি স্বৈরতয়ৈব কৃপাং কুর্ব্বন্তি তস্যৈব তন্মতিঃ স্যান্নান্যস্য, নলকুবরবৎ সাধারণদেবতাবচ্চেতি। যথা চোপরিচরবসোর্বৃত্তং বিষ্ণুধর্ম্মে। স হি দেবসাহায্যায়ৈব দৈত্যান্ হত্বা বিরজ্য চ ভগবদনুধ্যানায় পাতালঞ্চ প্রবিষ্টবান্। তঞ্চ নিবৃত্তমপি হন্তুং লব্ধছিদ্রা দৈত্যাঃ সমাগত্য তৎপ্রভাবেনোদ্যতশস্ত্রাঃ এবাতিষ্ঠন্। ততশ্চ ব্যর্থোদ্যামাঃ পুনঃ শুক্রোপদেশেন তং প্রতি পাষণ্ডমার্গমুপদিশন্তোঽপি জাতয়া তৎকৃপয়া ভগবদ্ভক্তা বভূবুরিতি। অত উক্তং বিষ্ণুধর্ম্ম এব, অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে। নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিরিতি। নহু, নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যত্তদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্য ইত্যেবং শ্রীপ্রহ্লাদস্য সর্ব্বস্মিন্নপি সংসারিণি কৃপাজাতা, তর্হি কথং ন সর্ব্বমুক্তিঃ স্যাৎ উচ্যতে, জীবানামনন্তত্বান্ন তে সর্ব্বে মনসি তস্যারূঢ়াস্ততো যাবন্তো দৃষ্টশ্রুতাস্তচ্চেতস্যারূঢ়াস্তাবতাং তৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যত্যেব মোক্ষঃ। নৈতানিত্যেতচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ। যে চান্যে তেষামপি তৎকীর্ত্তনস্মরণমাত্রেণৈব কৃতার্থতাবরং স্বয়মেবকৃপয়া দত্তবান্ শ্রীনৃসিংহদেবঃ—য এতৎকীর্ত্তয়েন্মহং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ। তাঞ্চ মাঞ্চ স্মরণ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যত ইতি। যস্মাৎ কীর্ত্তয়েদপি কিং পুনস্তঃ যানুকৃপয়া স্মরসীতি ভাবঃ। তস্মাৎ সাধূক্তং ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদিতি ॥ ১০।৫১ ॥ মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীকৃত ব্যাখ্যা, যথা—স্বকৃতপুরেষু—হে নাথ! তোমাকর্ত্তৃক রচিত পুরে অর্থাৎ দেহসমূহে বিদ্যমান তোমার পুরুষ জীব তোমারই অংশরূপে অর্থাৎ তদীয় অনুস্বরূপে "কৃত" অর্থাৎ সিত্যসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রগণ বর্ণন করেন। তাহাতে "অখিল শক্তিমান তোমায়" এইরূপ মূলে উল্লেখ থাকাতে এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় যে—অনন্ত শক্তিমান শ্রীভগবানের অখিল শক্তিগণ মধ্যে জীব নামে তোমার তটস্থাশক্তি জীব তোমারই অংশ।

অনন্তর সেই বিশুদ্ধা অহৈতুকী নির্গুণা ভক্তিকেই ভিন্ন প্রকারে মুখ্য অভিধেয়রূপে স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে অন্য একটি প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। এই প্রকরণটি বিশুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বর্ণন পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইবেন। তাহা হইলে অর্থাৎ পরমদুর্লভস্বরূপ পরমদুর্লভফল অকিঞ্চনাখ্য ভক্তিই যদি সাক্ষাৎ ভগবৎসাম্মুখ্যরূপ হয়েন, তাহা হইলে সেই ভক্তিই কি প্রকারে লাভ করিতে পারা যায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর করিবার জন্য পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যমাত্রের মূল নিদান শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৫১ অধ্যায়ে